আসবাব ও গৃহনির্মাণ সামগ্রী তৈরিতে রাবার কাঠের ব্যবহার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
ষোলশহর, চট্টগ্রাম
পুনঃ মুদ্রণ : ২০১১ খ্রি.

রাবার বাংলাদেশের অন্যতম অর্থকারী সম্পদ। চারা রোপণের পর থেকে ছয় বছরের মধ্যে গাছের কান্ড টেপিং করে রাবার কষ বা লেটেক্স সংগ্রহ করা হয়। ৩০-৩৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত লাভজনক ভাবে লেটেক্স সংগ্রহ করা যায়। এর পর পুরাতন গাছ কেটে নতুন চারা লাগাতে হয়।

একটি পরিপক্ক রাবার গাছ হতে অন্তত ১০-১৫ ঘনফুট গোলকাঠ এবং ২০-৩০ ঘনফুট জ্বালানি পাওয়া সম্ভব। রাবার কাঠ সিভিট কাঠ অথবা চাম্পা জাতীয় কাঠের মতো সুক্ষ আঁশবিশিষ্ট ও ইষৎ হলদে সাদা বর্ণের। সুন্দর রং বিশিষ্ট এ কাঠের বর্ধন রিং সুস্পষ্ট থাকায় পালিশ ও বার্নিশ করলে খুবই আকর্ষনীয় দেখায়। কোন ত্রুটি ছাড়াই এ কাঠ সিজন করা যায়।

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট রাবার কাঠ দ্বারা সুদৃশ্য আসবাব ও দরজা জানালাসহ অন্যান্য অভ্যন্তরীন কাজে ব্যবহারের উপর গবেষণা করে সাফল্য অর্জন করেছে।

শর্করা জাতীয় পদার্থের পরিমাণ বেশি হওয়ায় রাবার কাঠ ব্লু স্টেইন ছত্রাক এবং পোঁকা-মাকড় দ্বারা দ্রুত আক্রান্ত হয়ে কয়েক মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে গাছ কাটার পরপরই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব (এক সপ্তাহের মধ্যে) চেরাই, শুকানো এবং ট্রিটমেন্ট করে সংরক্ষণ করতে হয়।

সাধারণত কপার সালফেট, সোডিয়াম ডাই ক্রোমেট ও বোরিক এসিড (২:২:১) (CCB) এর দ্রবণ দ্বারা বাহ্যিক এবং বোরাক্স ও বোরিক এসিড (১:১) (BB) এর দ্রবণ দ্বারা অভ্যন্তরীন সামগ্রীতে ব্যবহার করা হয়।

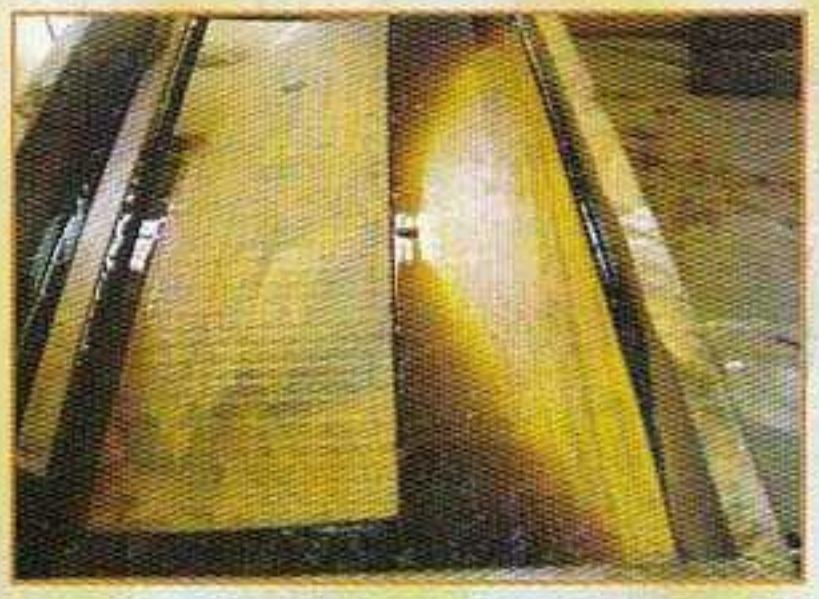

- গাছ কাটার সাথে সাথে সাইজ অনুযায়ী লগে রূপান্তর করার পর কাটা অংশ এবং অনাবৃত অংশে (ছাল নষ্ট হয়ে গেলে) ৫% BB অথবা ৩% BB + ১% লিনডিন দ্রবণ স্প্রে করতে হয়। রাবারের গোল কাঠ লগ পন্ডে পানিতে ডুবিয়েও সংরক্ষণ করা যায়।
- রাবার লগ চেরাই করার পর দ্রুত সিজন করে প্রেসার পদ্ধতিতে ১০% CCB/BB সংরক্ষণী দ্বারা সংরক্ষণ করা সম্ভব। সিজন করতে সময় লাগলে ব্লু স্টেইন দ্বারা আক্রান্ত হয়ে কাঠের সৌন্দর্য নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- ভেজা অবস্থায় চেরাই করে ২০% CCB/BB দ্রবণ ব্যবহার করে ডিফিউশন পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা যায়। ডিফিউশনের পর কাঠ তাড়াতাড়ি শুকাতে হয়।
- ২০% CCB/BB দ্রবণ, দ্রব্য সামগ্রীর গায়ে লাগিয়ে অথবা উক্ত দ্রবণে কমপক্ষে আধঘন্টা চুবিয়ে রাখার পর পলিথিন দিয়ে ভালভাবে মুড়িয়ে রেখেও সংরক্ষণ করা যায়। এভাবে কমপক্ষে সাতদিন রাখার পর শুকিয়ে ব্যবহার করা যায়।

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটে প্লাইউড, পার্টিকেল বোর্ড এবং সিমেন্ট-বন্ডেড পার্টিকেল বোর্ড তৈরিতে রাবার কাঠের ব্যবহারের উপর গবেষণা করা হয়েছে।
রাবার কাঠের ভিনিয়ার দ্বারা প্লাইউড তৈরি করা সম্ভব যা সুদৃশ্য এবং উন্নতমানের আসবাব তৈরির উপযোগী।

ভিনিয়ারের ফেলনা অংশ বা কাঠের অব্যবহৃত অংশ ব্যবহার করে পার্টিকেল বোর্ড তৈরি করা যায় যা আসবাবপত্রের অংশ হিসাবে এবং ঘরের অভ্যন্তরীন পার্টিশনে ব্যবহার করা যায়।
ভিনিয়ারের ফেলনা অংশ বা কাঠের অব্যবহৃত অংশ ব্যবহার করে সিমেন্ট-বন্ডেড পার্টিকেল বোর্ড তৈরি করা সম্ভব যা টেকসই গৃহনির্মাণ সামগ্রী হিসাবে ব্যবহার করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আবাসন সমস্যা কমানো সম্ভব।
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনষ্টিটিউটের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (বি এফ আই ডি সি) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে রাবার কাঠ সংরক্ষণ করছে এবং উক্ত কাঠের আসবাব তৈরি করে বাজারজাত করছে।

রাবার কাঠের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নতমানের আসবাব এবং গৃহনির্মাণ সামগ্রী তৈরি করে জাতীয় চাহিদা অনেকাংশে লাঘব করার সম্ভাবনা রয়েছে।